আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের শহিদদের প্রতি ভ্যানগার্ডের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা

MONTHLY VANGUARD

ভ্যানগার্ড

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর মুখপত্র : ফেব্রুয়ারি ২০২০ : দাম-দশ টাকা

পাটশিল্পের অন্তিম যাত্রা : ফেরার পথ কী পৃষ্ঠা-৭

শ্রমিকের অধিকারসমূহ সংগ্রামের পথেই আদায় করতে হবে পৃষ্ঠা-৮

অধ্যাপক অজয় রায় বড় মাপের মানুষ ছিলেন পৃষ্ঠা-১১

Website : www.vanguardonline.info Party Website : www.spb.org.bd /Socialist-Party-of-Bangladesh

পাটশিল্পের অন্তিম যাত্রা : ফেরার পথ কী

[দীর্ঘদিন ধরে রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলের শ্রমিকরা আন্দোলন করে আসছেন তাদের সমস্যার কার্যকর সমাধানের লক্ষ্যে। ১১ দফার এই আন্দোলনে অনশন করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন ২ জন শ্রমিক। পাটকল শ্রমিকদের সমস্যা সমাধানে একটি রূপরেখা তুলে ধরেছে স্কপ। প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় তা প্রকাশ করা হলো।]

পাট চাষ এবং পাটশিল্পের সাথে বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি জড়িত। বাংলার পরিচয়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ পাটশিল্প। ব্রিটিশ শাসনামলে বাংলায় আর পাকিস্তান শাসনামলে পূর্ব পাকিস্তান পাটশিল্পই ছিল একক বৃহত্তম শিল্প। ১৯৫২ সালে নারায়ণগঞ্জে বাওয়ানী জুট মিলস লিমিটেল স্থাপনের মাধ্যমে পূর্ব বাংলায় পাটশিল্পের যাত্রা শুরু হয়। পাট চাষের উপযোগী আবহাওয়ার কারণে সহজলভ্য উন্নতমানের পাটের জোগান লাভজনক এই শিল্পের দ্রুত বিকাশ ঘটিয়েছিল। গণঅভ্যুত্থানসহ বাংলাদেশের আত্মপরিচয়ের সাথে পাট শিল্প অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

স্বাধীনতা অর্জনের পর ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশের মাধ্যমে পাটকলের তদারকি পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন (বিজেএমসি) গঠিত হয়। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে প্রায় দেড়যুগ ধরে প্রধান রপ্তানি পণ্য ছিল পাট এবং পাটজাত পণ্য। পরবর্তীতে আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের ভুল প্রেসক্রিপশন, সরকারের ভ্রান্তনীতি, ব্যবস্থাপনায় দক্ষতার অভাব, নির্বাহী কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতার যথার্থ প্রথা না থাকা, সর্বোপরি যথা সময়ে প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সাথে তালমিলিয়ে প্রয়োজনীয় আধুনিক যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন না করার কারণে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী এই শিল্পটি আজ মৃতপ্রায়। বাংলাদেশের অর্থনীতি পুর্নগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী প্রতিষ্ঠান বিজেএমসি আজ লোকসানি প্রতিষ্ঠানের অপবাদ নিয়ে ধুঁকছে। এই শিল্পের সাথে যুক্ত কয়েক লাখ পরিবার চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে পতিত। অথচ বিশ্ববাজারে পাটজাত পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বাংলাদেশ প্রায় ৭ হাজার ৭ শ কোটি টাকার পাট এবং পাটজাত পণ্য রপ্তানি করেছে। রপ্তানির পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিজেএমসি এর পরিচালনাধীন কারখানাগুলিতে লোকসানের পরিমাণ বাড়ছে বিপরীতে বেসরকারি মালিকানায় নতুন নতুন পাটকল গড়ে উঠছে। এমতাবস্থায় আমরা মনেকরি নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণের মাধ্যমে বিজেএমসিকে আবার সক্ষম প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলা সম্ভব।

বর্তমানে বিজেএমসি পরিচালিত ২২টি কারখানায় হেসিয়ান, সেকিং এবং সিবিসি এই তিন ধরনের মোট ১০ হাজার ৮৩৫টি তাঁত বিদ্যমান। যারমধ্যে হেসিয়ান তাঁত ৬ হাজার ২৩২টি, সেকিং তাঁত ৩ হাজার ৬৯৬টি এবং সিবিসি তাঁত ১০০০টি। আধুনিক স্বয়ংক্রিয় তাঁতের তুলনায় এই তাঁতসমূহের উৎপাদন ক্ষমতা এমনিতেই কম তার ওপর পুরাতন হয়ে যাওয়ায় এগুলির উৎপাদন ক্ষমতা আরও হ্রাস পেয়েছে। হেসিয়ান তাঁতের পূর্ণ উৎপাদন ক্ষমতা বার্ষিক মাত্র ১৬ মেট্রিক টন, সেকিং তাঁতের ৩৯ মেট্রিক টন এবং সিবিসি তাঁতের ১৮ মেট্রিক টন। অথচ চাইনিজ এঃহমফধ এঃউ ৭৮৮ গড়ফবষ এবং ঠরপঃড়ৎ ১১০১ ঔঃব ৎবঢ়রবৎ খড়ড়স স্বয়ংক্রিয় তাঁত বার্ষিক ৩৬ মেট্রিক টন উৎপাদন দিতে সক্ষম। আর দক্ষতার সাথে সরবরাহ চুক্তি করতে পারলে স্বয়ংক্রিয় তাঁত সরবরাহকারী কোম্পানিই প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে শ্রমিকদের দক্ষ করে গড়ে তোলার দায়িত্ব নেবে। অনেকাংশে স্বয়ংক্রিয় তাঁতে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় সরবরাহ লাইনে প্রয়োজনীয় শ্রমিকের সংখ্যা বাড়বে যা নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে। ফলে কারখানার পুরাতন তাঁতগুলি পরিবর্তন করে তার স্থানে এই নতুন প্রযুক্তির স্বয়ংক্রিয় তাঁত স্থাপন না করে শুধু পুরাতন তাঁতগুলি সংস্কারে (বি.এম.আর) অর্থ ব্যয় করলে তা হবে অপচয়ের নামান্তর। কারণ পুরাতন এই যন্ত্রপাতিগুলির পূর্ণ উৎপাদন ক্ষমতাই অনেক কম। তাই বিজেএমসিকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হলে কারখানাগুলির পুরাতন যন্ত্রপাতি পরিবর্তন করে আধুনিক তাঁত স্থাপনের মাধ্যমে উৎপাদনের হার বৃদ্ধি করে মাথাপিছু ব্যয় কমানোর কৌশল গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে শ্রমিকের কাজের সুযোগ অব্যহত রেখে এই সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা করতে হবে। যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপনের কাজটি কয়েকটি ধাপে করতে হবে। বিদ্যমান শত বছরের পুরনো স্কটল্যান্ড টেকনোলজি পর্যায়ক্রমে ৩ ধাপে আমূল পরিবর্তন করতে হবে।

প্রথমধাপ : ৬২৩২টি হেসিয়ান তাঁত এর পরিবর্তে আধুনিক চাইনিজ Tungda TD 788 Model Ges Victor 1101 Jute rapier loom আমাদের জন্য অধিক উৎপাদন এবং স্বল্পব্যয়ে উৎপাদন করা যায় এরূপ একটি মডেল আমাদেরকে বাছাই করতে হবে। ৬২৩২টি হেসিয়ান তাঁতের সমপরিমাণ উৎপাদন স্বয়ংক্রিয় আধুনিক চাইনিজ Tungda TD 788 Model Ges Victor 1101 Jute rapier loom বিভিন্ন মডেলের ৩০০০ তাঁতেই করা সম্ভব।

দ্বিতীয় ধাপ : প্রথম ধাপের সাফল্যের উপর নির্ভর করে ৩৬৯৬টি সেকিং তাঁতের পরিবর্তে ২০০০টি আধুনিক চাইনিজ Tungda TD 788 Model -এর স্বয়ংক্রিয় আধুনিক রিপেয়ার সেকিং তাঁতে করা সম্ভব হবে। তাই প্রথম ধাপের সাফল্যের উপর দ্বিতীয় ধাপটি নির্ভরশীল।

তৃতীয় ধাপ : উপরোক্ত দুইটি ধাপের সাফল্যের উপর নির্ভর করে মিল সাইট (বেকওয়ার্ড লিংকেজ) স্পিনিং, ড্রইং, প্রিপারিং ও বেচিং বিভাগের যন্ত্রপাতি আধুনিকায়নের মাধ্যমে তৃতীয় ধাপটি সম্পন্ন হবে।

প্রথম ধাপের হেসিয়ান বিভিন্ন মডেলের উল্লিখিত কোম্পানিগুলির ৩০০০ স্বয়ংক্রিয় আধুনিক তাঁত এর সম্ভাব্য মূল্য ৩ শ কোটি টাকা হতে পারে। সেহেতু সেকিং মেশিনারিজ বেচিং হতে কপ-ওয়েন্ডিং পর্যন্ত অপ্রয়োজনীয় হয়ে যাবে, যেহেতু আধুনিক মেশিন সেলুলার সিস্টেমে চলবে। তাই স্পিনিং থেকে প্রাপ্ত সূতা ওয়ার্প ওয়েন্ডিং করতে হবে। যার স্পোল ৫০ ভাগ প্রি-ভিম হতে ভিম এ যাবে এবং ৫০ ভাগ সরাসরি তাঁতে যাবে। তাই ওয়ার্প ওয়েন্ডিং ডিপার্টমেন্টকে তাঁত এবং ভিম এর প্রয়োজনীয়তা পূরণে চাহিদা অনুযায়ী বৃদ্ধি করতে হবে। সেহেতু আধুনিকায়নের ফলে তাঁতের উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পাবে তাঁতের চাহিদা পূরণ করার জন্য প্রয়োজনীয় নতুন প্রি-ভিম এবং ভিম মেশিন প্রতিস্থাপন করতে হবে। ওয়ার্প ওয়েন্ডিং এবং ভিমের সম্ভাব্য ব্যয় ১৫০ কোটি টাকা হতে পারে।

উল্লিখিত পরিবর্তনের ফলে বিজেএমসি এর হেসিয়ান তাঁতের উৎপাদন প্রায় ৮০ হাজার মেট্রিক টন হতে ১ লাখ টনে উন্নিত হতে পারে। এই উৎপাদন অব্যহত রাখার জন্য ৬ মাসের পাটের মজুদ গড়ে তুলতে হবে। উক্ত পাট মজুদের জন্য প্রায় ৩০০ কোটি টাকা এবং মেশিনারিজের মেরামত, স্থাপন ও পরিবহণ এবং সমগ্র প্রক্রিয়া সমাপ্তি করতে প্রায় ১৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখতে হবে। মেইনটেনেন্সের ক্ষেত্রে যে যন্ত্রাংশ প্রয়োজন হবে তা বিজেএমসির ঘালফা হাবিব ও সামরিক বাহিনী পরিচালিত মেশিন টুলস কারখানা হইতে সংগ্রহ করতে হবে। মেইনটেনেন্সের ক্ষেত্রে মেশিন টুলস কারখানার ইঞ্জিনিয়ারদের সহায়তা নেওয়া যেতে পারে। সংস্কার কর্মকাণ্ড চলমান অবস্থায় শ্রমিকদের সাময়িক কর্মহীন থাকার সময় প্রায় চার মাস শ্রমিকদের ৫০ ভাগ মজুরি দিতে হবে সেই জন্য ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখতে হবে। সর্ব সাকুল্যে প্রায় ১ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করতে হবে। এই সংস্কার প্রক্রিয়ায় বর্তমানে কর্মরত শ্রমিক উদ্বৃত্ত হবে না বরং উৎপাদন অনেকাংশে বৃদ্ধি হওয়ায় কিছু নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে। যেখানে শিক্ষিত যুবকদের নিয়োগ করা যেতে পারে।

এই সংস্কারের মধ্যদিয়ে বিজেএমসি ১০ হাজার ৪০০টি তাঁতের উৎপাদন শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ আধুনিক স্বয়ংক্রিয় টেকনোলজিতে রূপান্তরিত হবে। এর ফলে বিজেএমসি আত্মনির্ভরশীল কার্যকর এবং সরকারি কোন আনুকূল্য সাবসিডি ছাড়াই শিল্প ব্যবসায়িক নিয়মে পরিচালিত হতে পারবে। এই উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়মূল্য শুধুমাত্র হেসিয়ান তাঁত হতেই দাঁড়াবে প্রায় ১ হাজার ৩০০ কোটি টাকা এবং সেকিং ও সিবিসি তাঁত হতে আরও প্রায় হাজার কোটি টাকা অতিরিক্ত যোগ হবে।

বিজেএমসিকে অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক চাহিদা বিবেচনা করে সর্বোচ্চ এক লাখ ৩০ হাজার মেট্রিকটন যথা, হেসিয়ান ৮০ হাজার মেট্রিকটন, সেকিং ৪০ হাজার মেট্রিকটন এবং সিভিসি ১০ হাজার মেট্রিকটন উৎপাদনের একটি স্থায়ী লক্ষ্যমাত্রা স্থির করতে হবে। যাতে সরকারি কোন প্রকার ভর্তুকি বা আর্থিক সহায়তা ছাড়া বিজেএমসি স্বয়ংসম্পূর্ণ কার্যকর ও লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। উক্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য মিলসমূহের পূর্ণ উৎপাদন ক্ষমতা ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় সংখ্যক মিল চালু রাখতে হবে।

বাংলাদেশের পাটশিল্পের সম্ভাবনা ও সংকট এবং পাটজাত দ্রব্য রপ্তানির অন্যতম দেশ ভারতের সাথে তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যায় ভারত পাট ও পাটজাত দ্রব্য উৎপাদনে বিশ্বের সর্বোচ্চ কিন্তু তার নিজের দেশে অভ্যন্তরীণ ব্যবহার বেশি তাই ভারত খুব কমই রপ্তানি করতে পারে। এখনও বিশ্ববাজারে রপ্তানিতে বাংলাদেশ প্রথম।

১। ভারতের পাটশিল্পের উৎপাদন পর্যায়ক্রমে হ্রাস পাচ্ছে। ২০১৮-১৯ সালে আরও কতিপয় সরকারি ও বেসরকারি পাটকল বন্ধ হয়ে গেছে। উৎপাদন প্রায় ১/৩ হ্রাস পেয়েছে।

২। বাংলাদেশ জুট মিল কর্পোরেশন এর অধীনস্ত মিলগুলি শত বছরের পুরনো যন্ত্রপাতি দিয়ে পরিচালিত হওয়ায় বিপুল লোকসানের সম্মুখীন। শ্রমিক কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের মজুরি বেতন ও দায়-দেনা পরিশোধের সক্ষমতা নাই। উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে শতকরা ৪০ ভাগ।

৩। বিজেএমসি ও ভারতের পাটশিল্পের উৎপাদন হ্রাস পাওয়ায় এবং ক্রেতাদের চাহিদাপূরণ করতে না পারায় ইতিমধ্যেই বাজারে পাটপণ্যের ঘাটতি পরিলক্ষিত হচ্ছে।

৪। শ্রমিকদের কম মজুরিতে পরিচালিত বাংলাদেশ জুট মিল মালিক সমিতির মিলসমূহ এবং বাংলাদেশ জুট মিল স্পিনিং ওনার সমিতির মিলসমূহ পাট পণ্যের বাজারে সাময়িক ভাবে বিশ্ববাজারে এবং অভ্যন্তরীণ বাজারে এই ঘাটতি পূরণে কিছুটা সফল হলে এবং প্রাধান্য বিস্তার করতে পারলেও বিজেএমএ ও বিজেএসএ এর পাট শিল্পের অবনতি ও উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার লক্ষণ পরিলক্ষিত হচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে যথাক্রমে তাদের কারখানাগুলিতে শ্রমিক ঘাটতির কারণে ১৩ ভাগ ও ২ ভাগ উৎপাদন হ্রাস পায় ফলে তাদের বিক্রয় থাকলেও ক্রেতাদের চাহিদা পূরণ করতে পারে নাই। তাদের শ্রমিকদের মজুরি যুক্তিসংগতভাবে বৃদ্ধি করতে না পারলে শ্রমিক ঘাটতির কারণে তাদের উৎপাদনে বিপর্যয় সৃষ্টি হতে পারে।

৫। উপরোক্ত তথ্যগুলি এটাই প্রমাণ করে যে, শত বছরের পুরনো স্কটল্যান্ড টেকনোলজি বর্তমানে পাট শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে পাটের মূল্য পরিশোধ এবং শ্রমিকদের মজুরিসহ অন্যান্য ব্যয় বহন করতে পারছে না। তাই পাট ও পাটশিল্পের বিকাশ ও পুনর্জীবনের জন্য শ্রমঘনশিল্পের পরিবর্তন করে পুঁজিঘন আধুনিক স্বয়ংক্রিয় উন্নত টেকনোলজি গ্রহণ করা অতি জরুরি।

আরও উল্লেখ্য যে, পরিবেশ সহায়ক হওয়ায় বর্তমানে বিশ্বব্যাপী উন্নতমানের পাটজাত পণ্যের ব্যাগ, চট ও পাটের সূতার চাহিদা প্রচুর বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই কারণে সেকিং ব্যাগ ও চট এবং সূতার চাহিদা বিপুল পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। সার্বিক বিবেচনায় আমরা যদি চাইনিজ আধুনিক উন্নত টেকনোলজি গ্রহণ করি তাহলে উন্নত মানের পাটের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে। গত দশ বছর যাবৎ গড়ে ৭৫ লাখ বেল পাট উৎপাদিত হচ্ছে। তার মধ্যে ৬১ লাখ বেল পাট আমাদের দেশে শিল্প কারখানা ও অন্যান্য খাতে ব্যবহার হয়। ১০-১২ লাখ বেল কাচা পাট রপ্তানি হয়। আমরা যদি একটি সামগ্রিক আধুনিক লাভজনক ও কার্যকর পাট শিল্পখাত গড়ে তুলতে চাই তাহলে আমাদের আরো ১০ লক্ষ বেল উন্নতমানের পাট উৎপাদন করতে হবে। এই জন্য পাট অধিদপ্তরকে পরিকল্পিত ভাবে দুই লাখ হেক্টর পাট চাষের (জাত অঞ্চল) যথা কুমিল্লা ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, জামালপুর, টাঙ্গাইল জেলায় যেখানে উন্নতমানের সাদা পাট (যা সোনালী আঁশ হিসেবে পরিচিত) চাষ হতো সেই সব জমি কৃষকদের সকল আনুকূল্য প্রয়োজনীয় ভর্তুকি দিয়ে পাটের আবাদ বৃদ্ধি করতে হবে। এবং এটা নিশ্চিত করতে হবে যে পাট চাষিরা যেন লাভজনক মূল্য

পেতে পারে। এছাড়াও অন্যান্য অঞ্চলেও যে সকল জায়গায় উন্নত মানের পাট চাষ হয় সেখানেও উপরে উল্লিখিত সুবিধাগুলি প্রযোজ্য হবে। কারণ অন্যান্য কৃষি পণ্যের সাথে পাট চাষ যদি লাভজনক না হয় তাহলে পাট চাষ অব্যাহত থাকবে না। প্রয়োজনে ঘোষিত পাট নীতিকে সময় উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। পাট এবং পাট শিল্পই হলো শতভাগ মূল্য সংযোজনকারী একমাত্র সম্পদ যা দিয়ে আমরা জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখতে পারি।

৭৭টি পাটকলকে পরিচালনা করতে গঠিত বিজেএমসির বিদ্যমান কাঠামোকে পরিবর্তন করে ২২টি পাটকলকে দক্ষতার সাথে পরিচালনার সার্বিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। যার পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষতার সাথে আধুনিক কারখানা স্থাপন ও পরিচালনা করে বিশ্ববাজার প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এই শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। মিলগুলোতে সংস্কারের সাথে সংগতি রেখে ডেপুটি ম্যানেজার ও ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজারের পদসহ অপ্রয়োজনীয় পদসমূহ বিলুপ্ত করে ব্যয় কমাতে হবে। উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বিকশিত করতে সহকারী উৎপাদন কর্মকর্তার সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।

এটা স্পষ্ট করে যে ২০১৫ সালে মজুরি কমিশন ঘোষিত বর্ধিত মজুরি বাবদ অতিরিক্ত ব্যয় সমন্বয় করে বিজেএমসি পরিচালিত পাটকলগুলিকে রক্ষা করতে বিদ্যমান যন্ত্রপাতির মেরামত নয় বরং আধুনিক যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে গড় ব্যয় হার কমানোর কৌশল গ্রহণের বিকল্প নেই। এছাড়াও শ্রমিকদের পাওনা বকেয়া মজুরি পরিশোধ করা, শ্রমিকদের কন্ট্রিবিউটরি ফান্ড এর সমস্যার সমাধান, ২০১৩ সালের পর থেকে অবসর নেয়া, ছাঁটাই ও অব্যহতি পাওয়া শ্রমিকদের সকল পাওনা পরিশোধ এবং প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করে ২০১৫ সালের মজুরি কমিশনের বকেয়াসমূহ পরিশোধের বিষয়ে করণীয় নির্ধারণ করে পাটশিল্পের স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশের সোনালী আঁশ পাট এর হারানো গৌরবোজ্জ্বল অতীতকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

পাটকল শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি পরিশোধ, মজুরি কমিশন বাস্তবায়ন কর

পাটকল শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি পরিশোধের দাবিতে শ্রমিক ফ্রন্টের মিছিল

রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের পাটকল শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি পরিশোধ, ঘোষিত ২০১৫ সালের মজুরি কমিশন বাস্তবায়ন ও পাটকলকে আধুনিকায়ন করে পাটশিল্প রক্ষার দাবিতে সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের উদ্যোগে ১ জানুয়ারি '২০ জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ শেষে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সভাপতি শ্রমিকনেতা কমরেড রাজেকুজ্জামান রতনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, শ্রমিক ফ্রন্টের সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান লিপন, কোষাধ্যক্ষ জুলফিকার আলী, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আবু নাঈম খান বিপুব, সাংস্কৃতিক সম্পাদক সেলিম মাহমুদ, দপ্তর সম্পাদক সৌমিত্র কুমার দাস ও সদস্য রতন মিয়া। সমাবেশে সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন জাতীয় শ্রমিক জোটের কার্যকরী সভাপতি শ্রমিকনেতা আবদুল ওয়াহেদ।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলের শ্রমিকরা দীর্ঘদিন ধরে বকেয়া মজুরি পরিশোধ, মজুরি কমিশন ২০১৫-এর বাস্তবায়ন এবং পাটশিল্প রক্ষার দাবিতে রাজপথে আন্দোলন–অনশন করে আসছে। অনশনরত অবস্থায় গত বছর ডিসেম্বর মাসে খুলনায় দুইজন পাটকল শ্রমিক মৃত্যুবরণ করেছেন। শ্রমিকদের বেশ কয়েক সপ্তাহের মজুরি বকেয়া পড়েছে, কারখানায় উৎপাদিত পণ্য অবিক্রিত অবস্থায় মজুত হয়ে আছে। আন্দোলন ও অনশনের চাপে সরকার মাঝে মাঝে কিছু টাকা বরাদ্দ করে শ্রমিকের বকেয়া মজুরি পরিশোধ করলেও পাটকল শ্রমিক ও পাটশিল্পের সমস্যার কার্যকর সমাধান হচ্ছে না। এটা সমাধানের রাস্তাও নয়। সংকটের প্রকৃত কারণ চিহ্নিত করে সমাধানের সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করলে পাটশিল্প বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অতীতের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, পাট চাষ এবং পাটশিল্পের সাথে বাংলাদেশের অর্থনীতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি জড়িত। বাংলার পরিচয়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ পাটশিল্প। উন্নতমানের পাটের জোগান সহজলভ্য হওয়ায় পাকিস্তান আমলে পাট শিল্পই ছিল একক বৃহত্তম শিল্প। ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানসহ বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাসের সাথেও বাংলাদেশের পাটশিল্প শ্রমিকরা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কৃষিতেও পাটের ভূমিকা

উল্লেখযোগ্য। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশের মাধ্যমে ৭৭টি পাটকল পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন (বি.জে.এম.সি) গঠিত হয়। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে প্রায় দেড়যুগ ধরে প্রধান রপ্তানি পণ্য ছিল পাট এবং পাটজাত পণ্য। পরবর্তীতে আই.এম.এফ ও বিশ্বব্যাংকের ভুল পরামর্শ, সরকারের ভ্রান্তনীতি, ব্যবস্থাপনায় দক্ষতার অভাব, নির্বাহী কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতার যথার্থ প্রথা না থাকা, লুটপাট, সর্বোপরি যথা সময়ে প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সাথে তালমিলিয়ে প্রয়োজনীয় আধুনিক যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন না করার কারণে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী এই শিল্পটি আজ মৃতপ্রায়। ফলে একসময় বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী প্রতিষ্ঠান বি.জে.এম.সি আজ লোকসানি প্রতিষ্ঠানের অপবাদ নিয়ে ধুঁকছে। আর এই শিল্পের সাথে যুক্ত ২৬ হাজার স্থায়ী শ্রমিক, কয়েক লাখ বদলি শ্রমিক এবং কয়েক কোটি পাটচাষি পরিবার চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে দিনযাপন করছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, রাষ্ট্রায়ত্ত পাটশিল্প রক্ষায় হাজার হাজার শ্রমিক মাঠে আন্দোলন করছে। একই সাথে তারা জাতীয় মজুরি ও উৎপাদনশীলতা কমিশনের ২০১৫ সালের রোয়েদাদ বাস্তবায়ন এবং ঘোষিত রোয়েদাদ অনুসারে বকেয়া মজুরি পরিশোধের দাবিতে অনশন কর্মসূচি পালন করছে। অথচ বিশ্ববাজারে পাটজাত পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় বেসরকারি মালিকানায় নতুন নতুন পাটকল গড়ে উঠছে, পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি বাড়ছে। পাটজাত দ্রব্য রপ্তানিতে বাংলাদেশ ইতিমধ্যে ভারতকে ছাড়িয়ে গেছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, বর্তমানে বি.জে.এম.সি পরিচালিত ২২টি কারখানায় হেসিয়ান, সেকিং এবং সিবিসি এই তিন ধরনের মোট ১০ হাজার ৮৩৫টি তাঁত সচল আছে, যার প্রতিটির বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা যথাক্রমে ১৬, ১৯ এবং ১৮ মেট্রিক টন এবং পুরাতন হয়ে যাওয়ায় এই উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় অর্ধেকে নেমে এসেছে। পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে, বি.এম.আর.আই বা সংস্কার করলেও কয়েক দশকের পুরাতন যন্ত্রপাতির উৎপাদন ক্ষমতা খুব বেশি বাড়বে না। বিপরীতে স্বয়ংক্রিয় (তুলনামূলক কম মূল্যের চাইনিজ) তাঁতের উৎপাদন ক্ষমতা ৩৬ মেট্রিক টন। ফলে পুরানো যন্ত্রপাতি দ্বারা বি.জে.এম.সি পরিচালিত কারখানাগুলির পণ্য উৎপাদন ব্যয় বেশি হওয়ায় প্রতিযোগিতায় টিকতে পারছে না। তাই বি.জে.এম.সি-কে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হলে কারখানাগুলির পুরাতন যন্ত্রপাতি পরিবর্তন করে আধুনিক স্বয়ংক্রিয় তাঁত প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে উৎপাদনের হার বৃদ্ধি করে মাথাপিছু ব্যয় কমানোর কৌশল গ্রহণ করতে হবে। শ্রমিকের কাজের সুযোগ অব্যাহত রেখে এই সংস্কার কর্মসূচি কয়েক ধাপে বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা করতে হবে। যার প্রথম ধাপে পুরাতন হেসিয়ান তাঁত পরিবর্তন করে স্বয়ংক্রিয় তাঁত প্রতিস্থাপন করলে বছরে যে পণ্য উৎপাদিত হবে তার বাজারমূল্য দাঁড়াবে ২ হাজার ৩ শত কোটি টাকা। প্রথম ধাপের এই প্রতিস্থাপন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে ১ হাজার কোটি টাকা। লতিফ বাওয়ানি জুট মিলের বর্তমান উৎপাদন এবং ব্যবস্থাপনা ব্যয়ের হিসাব বিশ্লেষণ করে দেখা যায় আধুনিক স্বয়ংক্রিয় তাঁত প্রতিস্থাপন করে উৎপাদন বৃদ্ধি করলে শ্রমিকদের ২০১৫ সালের মজুরি কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী মজুরি পরিশোধ করেও বছরে প্রায় ৪৫ কোটি টাকা লাভ করা সম্ভব।

নেতৃবৃন্দ বলেন, সরকার শ্রমিক সংসগঠনসমূহের উত্থাপিত ও পেশকৃত তথ্য-উপাত্ত, যুক্তি বিবেচনায় না নিয়ে অতীতের ন্যায় ভুলনীতি দ্বারা অগ্রসর হলে তা দেশের জন্য অমঙ্গল বয়ে আনবে। পিপিপি'র-মতো ভুল পদক্ষেপ থেকে সরকারকে সরে আসতে হবে। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পিএফ ফান্ড থেকে নেয়া টাকা ফান্ডে জমা দিতে হবে।

নেতৃবৃন্দ দেশের রপ্তানি আয়, কর্মসংস্থান, কৃষি উৎপাদন এবং পরিবেশ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী পাটশিল্প শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের যৌক্তিক আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে অবিলম্বে ন্যায়সংত দাবি মেনে নেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন পাট খাতকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কার্যকর উদ্যোগ দেশ ও জাতির জন্য কল্যাণকর হবে।

পাটকল শ্রমিকদের ১১ দফা দাবির সমর্থনে খুলনায় বাম জেটের মানববন্ধন

মজুরি কমিশন বাস্তবায়ন, বকেয়া মজুরি ও পাওনা পরিশোধ, বদলি শ্রমিকদের চাকরি স্থায়ীকরণ, মিলগুলোকে পিপিপি করার ষড়যন্ত্র বন্ধসহ ১১ দফা দাবিতে চলমান রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল শ্রমিকদের আমরণ অনশন কর্মসূচির সাথে একাত্মতা জানিয়ে ২ জানুয়ারি '২০ খুলনা নগরীর পিকচার প্যালেস মোড়ে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে বাম গণতান্ত্রিক জোট খুলনা জেলা শাখা। বাম গণতান্ত্রিক জোট ও বাসদ খুলনা জেলা সমন্বয়ক জনার্দন দত্ত নান্টুর সভাপতিত্বে ও সিপিবি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এস এ রশীদের সঞ্চালনায় মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন সিপিবি খুলনা জেলা সভাপতি ডা. মনোজ দাশ, ইউসিএলবি খুলনা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য মোস্তফা খালিদ খসরু, কাজী দেলোয়ার হোসেন, আনিসুর রহমান মিঠু, টিইউসি খুলনা জেলা সভাপতি এইচ এম শাহাদাৎ, সিপিবি খুলনা জেলা সদস্য মিজানুর রহমান বাবু, মহানগর সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. বাবুল হাওলাদার, বাসদ খুলনা জেলার সদস্য প্রলয় মজুমদার, কোহিনুর আক্তার কণা, শিক্ষক নেতা নিতাই পাল, শ্রমিক ফ্রন্ট ক্রিসেন্ট জুট মিলস শাখার সদস্য কামাল হোসেন, আব্দুর রহমান, খালিশপুর জুট মিলস শাখার সদস্য মানিক শেখ, সোহেল আহমেদ, ক্রিসেন্ট জুট মিলস সিবিএ সহসভাপতি আকরাম আলী, ছাত্র ইউনিয়ন খুলনা জেলা সভাপতি উত্তম রায়, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট খুলনা জেলা সদস্য পুলক রায় প্রমুখ।